দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিশুরাই যেখানে শিক্ষক

শিক্ষাদানে এ এক নতুন উদাহরণ

–নাসিম জাহান ঈভা

(নিউজ নেটওয়ার্ক) ঃ স্কুলটির অবস্থান রাজধানীর গুলশান এলাকায় তালতলা সুইপার কলোনীর মধ্যে। নোংরা ঘিঞ্জি রাস্তার পাশে একটি টিনসেডের ঘর-এ পড়াশুনা করে কলোনীরই একদল ছেলে-মেয়ে। শিশুদের জন্য পরিচালিত সাধারণ স্কুলের চেয়ে এই স্কুলটি একটু ভিন্ন রকম। এখানে ছেলে-মেয়েরা কেবল নিজেরা শিখে না, অন্যকে শেখানোর কলাকৌশলও তারা রপ্ত করে।

ফুলকি নামের একটি বেসরকারী সংস্থা এই স্কুল পরিচালনা করছে। স্কুল ঘরের দেয়াল জুড়ে রয়েছে নানা রঙিন পোস্টার ও ছবি। কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে, বজায় রাখতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানীয় জল পান করতে হবে অথবা ভিটামিন সমৃদ্ধ টাটকা শাক-সব্জি কেন খেতে হবে– এগুলো হলো পোস্টার ও ছবির বিষয়বস্তু। বস্তির ছেলে-মেয়েরা লেখাপাড়া শেখার পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করে। স্কুলের একজন শিক্ষিকা শাহেদা ইয়াসমিন বললেন, "তারা কেবল নিজেরা শেখে না, অন্যদের কাছে কিভাবে এই জ্ঞান পৌঁছে দেয়া যাবে তার কৌশলও জানার চেষ্টা করে।"

স্কুলটি ফুলকি'র শিশুদের মাধ্যমে শিশুদের (চাইল্ড টু চাইল্ড) শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। শিশুরা বয়স্কদের বদলে শিশুদের কাছ থেকেই বেশী শেখে– এই ধারণা অনুসারে কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে। সুইপার কলোনীর শিশুদের জন্য এই কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। আট থেকে এগার বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের দশজনের একেকটি দলে ভাগ করে এই স্কুলে শিক্ষাদানের কাজ চলে। একেকটি দলকে পড়ানো হয় তিন বছর করে। এর মধ্যে শিক্ষকরা দলের সবচেয়ে চটপটে শিশুটিকে বেছে নিয়ে কলোনীর যেসব শিশু স্কুলে আসতে পারে না, তাদেরকে শেখানোর জন্য তাকে প্রস্তুত করে। আসলে এই শিশুরা অন্য শিশুদের শেখানোর পাশাপাশি নিজের পরিবারের বয়স্ক সদস্যদেরও নানা বিষয় শেখাতে সক্ষম হয়।

এই প্রশিক্ষকরা পরবর্তী সময়ে নিজেদের নিজস্ব দল গঠন করে। সেই শিশুদের মধ্যে একজনকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। দলনেতারা সপ্তাহে একদিন সভায় মিলিত হয়ে যার যার দলের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করে। প্রতি মাসে দলনেতারা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে সভায় মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করে। শাহেদা ইয়াসমীন জানান, "প্রথমদিকে শিশু বা তাদের অভিভাবক কেউই এই স্কুলের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলো না। অথচ এখন তারা স্কুল খোলা রাখার জন্য আমাদের উপর রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করে।"

স্কুলে যে সব জিনিস শেখানো হয়, সেগুলো মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ যেমন খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, নিয়মিত নখ কাটা, পানীয় জল নিরাপদ রাখা বা পায়খানা বাথরুম ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা– এগুলোর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

এই স্কুলের একজন ছাত্র মনির আহমদের বয়স এখন দশ বছর। সে গত তিন বছর এখানে পড়াশুনা করেছে। মনিরের বাবা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের একজন সুইপার। তার আরো তিন ভাই বোন রয়েছে। স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে মনির এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। সে বলল, "এখন আমি অন্যদেরকে অনেক কিছু শেখাতে পারি। আমার ইচ্ছা আছে একদিন ডাক্তার হব। এই স্কুলের আরেকজন ছাত্রী মনজিলা আখতারও মনিরের মত স্বপ্ন দেখে। বারো বছরের এই বালিকা নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিকে জানায়, "আমি এখন অনেক কিছু জানি, অন্যদেরও শেখাতে পারি।" মনজিলার বাবা খলিলুর রহমান একজন সুইপার। মেয়ের কৃতিত্বে তারও গর্ব কম নয়। খলিল বললেন, "মেয়ে আমার ঠিকই বলেছে। এই স্কুলে লেখাপড়া করে সে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছে।"

তালতলা সুইপার কলোনীর এই স্কুলে তিন দলে তিরিশটি শিশু পড়াশুনা করছে। সপ্তাহে ছয়দিন এই স্কুল চলে এবং দিনে দু'টি শিফটে দু'টো দল ক্লাশ নিতে পারে। এই স্কুলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের দল গঠনের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়, তাতে কলোনীর প্রায় ৬৬০টি শিশুকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

ফুলকি'র নির্বাহী পরিচালক সুরাইয়া হক বললেন, "আমরা দেখাতে চাই সামাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশের শিশুরাও যথাযথ সুযোগ পেলে সমাজের মর্যাদাবান ও সক্রিয় সদস্যে পরিণত হতে পারে।" ফুলকি'র এই কর্মসূচী রাজধানীর দু'টি বস্তির শিশুদের জন্য পরিচালিত হচ্ছে– গুলশান সুইপার কলোনী বস্তি ও কল্যাণপুর বস্তি। পাঁচ মাস আগে কল্যাণপুর বস্তি আগুনে পুড়ে গেছে বলে সেখানকার কর্মসূচী আপাতত বন্ধ আছে।

এই কর্মসূচী একটি সুপরিকল্পিত কৌশল ও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ফুলকি'র পক্ষ থেকে শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়। সুরাইয়া হক বললেন, "এই সব শিশুদের আমরা টিকে থাকার দক্ষতা অর্জনের সহায়তা দিচ্ছি।" তাদের কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি জানান। "আমাদের মনিটরিং রেজাল্ট খুব ভাল," বললেন সুরাইয়া।